

কাটোয়ার কলম

সংবাদ সাপ্তাহিক

কাটোয়া ■ ২২ এপ্রিল ২০২৩ ■ ৮ বৈশাখ ১৪৩০, শনিবার ■ ৪৬ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা



লেনিন

আভাস রায়চৌধুরী

আজও যে নামে সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের শির-ধমনীতে প্রবাহিত রক্তে দেয় দোলা, মস্তিষ্কের প্রতি কোষে অনুরণিত হয় সংগ্রামী বার্তা। আজও যে নাম সারা পৃথিবীর শোষণ আর লুটেরাদের রক্তচাপ বাড়ায়। আজও যে নাম সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষ ভালোবাসায় আঁকড়ে ধরতে চায়। আজও যে নামের প্রতি সারা পৃথিবীর খেটেখাওয়াদের

● দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রবীণ কমিউনিস্ট ও কৃষক নেতা মদন ঘোষের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রবীণ কমিউনিস্ট ও কৃষক নেতা মদন ঘোষের জীবনাবসান ঘটেছে। ২০ এপ্রিল রাতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২১ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কমিউনিস্ট নেতা মদন ঘোষের বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। এদিন তাঁর মৃত্যুর খবর গোটা বর্ধমান শহরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। সকাল থেকেই প্রয়াত নেতার ভাতছালার বাড়িতে অগণিত মানুষ আসেন, সকাল নটা নাগাদ বাড়ির আশপাশে রীতিমত ভিড় জমে যায় তাঁদের প্রিয় নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। খবর পেয়ে সি পি আই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য অমল

হালদার, জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, পার্টির জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জি সহ বর্ধমান শহর ও সদরের পার্টি নেতৃত্ব কমরেড মদন ঘোষের বাড়িতে পৌঁছে যান। এখানেই প্রয়াত নেতার মরদেহে লাল পতাকা দিয়ে গভীর শ্রদ্ধা জানান পার্টির নেতৃত্ব। পার্টি নেতৃত্ব, কর্মী ছাড়াও বহু সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী গরিব মহিলারাও শুধু শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাই নয়, প্রিয় আপনজনের জন্য চোখের জলও ফেলেছেন। সকাল থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত বাড়িতে মরদেহ শায়িত থাকার পর লাল পতাকা নিয়ে বাইক র‍্যাআলি করে মরদেহ সিপিআই(এম) পূর্ব



বর্ধমান জেলা কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত মদন ঘোষের দেহ শায়িত থাকে। সারা দিনই অগণিত শ্রমজীবী, গরিব মানুষ যারা মদন

ঘোষকে তাঁদের প্রিয়জন ভাবতেন তারা ছুটে আসেন দূরদূরান্ত থেকে। গোটা বর্ধমান জেলাকে কমরেড মদন ঘোষ হাতের তালুর মতো চিনতেন প্রশাসন ও পার্টির জেলা সম্পাদক থাকাকালীন, কোথায় কোন পাড়াতে, মহল্লায়, বসতিতে মানুষ কতটা কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন, রজি-রগতির সংগ্রামে লাল বাস্তার তলায় আছেন সবই চেনা পথ ছিল প্রয়াত নেতার কাছে। এদিন সেই অভিজ্ঞতার কথায় শুনিয়েছেন চোখের জলে গাঁ থেকে আসা মানুষগুলো। এদিন গোটা জেলার পার্টি অফিসে লাল পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। এদিন কমরেড মদন ঘোষকে জেলা পার্টি দপ্তরে শেষ শ্রদ্ধা জানান তাঁর দেহে

লাল পতাকা ও মালা দিয়ে পার্টির রাজ্য সম্পাদক ও পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, রবীন দেব, আভাস রায়চৌধুরী, সুমিত দে প্রমুখ।

এছাড়াও প্রয়াত নেতার মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পার্টির নেতা দেবরত ঘোষ, অমল হালদার, অচিন্তা মল্লিক, সৈয়দ হোসেন, গৌরান্দ চ্যাটার্জি, প্রদীপ রায়, গৌতম ঘোষ, শ্যামলী প্রধান, জামির মোল্লা, মীনাঙ্কী মুখার্জি, পার্থ মুখার্জি, ধ্রুবজ্যোতি সাহা, শতরূপ ঘোষ, সুদীপ সেনগুপ্ত, মনোদীপ ঘোষ, পরেশ পাল। এছাড়াও প্রবীণ পার্টি নেতা নৃপেন চৌধুরী, বিপ্লব

● চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন



এ.বি.পি.টি.এ./এ.বি.টি.এর ডাকে উত্তরকন্যা অভিযানে শিক্ষকদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশের জলকামান সহ শারীরিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮ এপ্রিল, মঙ্গলবার বিকেল ৫ টা সময় পৌরসভা মোড়ে 'ধিকার সভা'। সভায়

সভাপতিত্ব করেন দাঁইহাট চক্রের এ. বি. পি. টি. এ সম্পাদক তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য দেবরত ঘোষাল, বক্তব্য রাখেন এ. বি. টি. এ নেতৃত্ব সুভাষিস মন্ডল, এ. বি. পি. টি. এ কাটোয়া জোনাল সম্পাদক তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য কৌশিক দে, সর্বশেষ বক্তব্য রাখেন এ. বি. টি.এ পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি সঞ্জীব দাস।



১৮ এপ্রিল : এনসিআরটি থেকে মুঘল সাম্রাজ্য, ঠান্ডা লড়াইয়ের মতন ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে দেশজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচী করছে এসএফআই। তারই প্রতিফলন ঘটলো পূর্ব বর্ধমান জেলায়। ১৮ এপ্রিল কাটোয়া শহরের পৌরসভা মোড়ে ইতিহাসের বিকৃতিকরণ, বাংলার শিক্ষাব্যবস্থায় এনইপি লাগু ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির বিচার চেয়ে বিক্ষোভ সভা করলো এসএফআই। এসএফআই-এর বক্তব্য, যে ইতিহাসগুলো আরএসএস ও কপোরেট বিরোধী সেই সমস্ত ইতিহাসকে পাঠ্যক্রম থেকে তুলে দিলে একটা গোটা প্রজন্ম সঠিক ইতিহাসের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে, ফলে তাদের মননে হিন্দুস্তানের ভাবনা গাঁথে দেওয়া আরও অনেক সহজ হবে। এর বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে জোটবদ্ধ করার শপথ নিয়েছে এসএফআই। এই সভা থেকে সারাবাংলা, সারা দেশের কোথাও এনইপি লাগু করতে না দেওয়ার, ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে ভুল বা অর্ধেক ইতিহাস পড়ানোর চক্রান্ত বানচাল করে দেওয়ার ডাক দিয়েছে এসএফআই। আজকের এই সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি প্রবীর ভৌমিক, সম্পাদক অনিবার্ণ রায় চৌধুরী, রাজ্য কমিটির সদস্য টিউলিপ ঘোষ, জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য অয়ন ঘোষ সহ অন্যান্যরা। আজকের সভাতে সভাপতিত্ব করে নীলমাধব পাল।

কপোরেট ও হিন্দুত্ববাদের বন্ধু এনইপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক ছাত্রদের কনভেনশনে



নিজস্ব সংবাদদাতা : ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির ডাকে ২০ এপ্রিল বর্ধমান শহরের শহিদ প্রভাত কুণ্ড হলে এনইপি বিরোধী কনভেনশন করা হল। এই কনভেনশনে

এনইপি-র যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে চলেছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তা আলোচনা করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ভাস্কর গোস্বামী। এছাড়াও

বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক অনিবার্ণ রায়চৌধুরী ও রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য শুভজিৎ সরকার। সভায় সভাপতিত্ব করে জেলা

● চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

শান্তি সম্প্রীতি ও ঐক্য রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বানে বর্ধমান শহরে শান্তি মিছিল

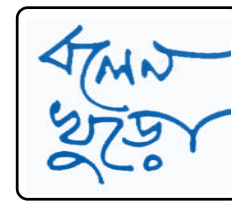


শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য বর্ধমান শহরে মিছিলে পা মেলায় শহরের মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যে ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হতে দেবেন না। শান্তি সম্প্রীতি ও ঐক্য রক্ষায় এগিয়ে আসার বার্তা দিয়ে ১৯ এপ্রিল বর্ধমান শহরে বিশাল শান্তি মিছিল হয়েছে। কোর্ট কম্পাউন্ড নেতাজী মূর্তির সামনে থেকে সম্প্রীতির লক্ষ্যে এই মিছিলে পা মেলায় শহরের সর্বস্তরের মানুষ। বর্ধমানে শান্তি মিছিল শুরু হয় বিকাল ৫টায় সেই মিছিলে পা মেলায় সিপিআই(এম) নেতা তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জি, নজরুল ইসলাম, সুদীপ্ত গুপ্ত সহ পার্টি নেতৃত্ব। তীব্র দাবদাহ সত্ত্বেও সারা দেশ ও রাজ্যে ধর্মকে রাজনীতিকরণ করার চেষ্টা করছে তৃণমূল,

● চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

দুই ফুলের এক মুকুল



তপোময় ঘোষ

গত পরশু দিন খুড়োর বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ের কলতলায় সকাল সকাল জটলা। কারো মুখে ধুয়ে ধান কাটতে যাওয়ার তাড়া কারো বাজার যাওয়ার তাড়া আর সেই সময় রামু পুকুরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আর ব্রাশ করছে।

কল ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রামুর এই রকম ব্যবহার দেখে বাপন বললো ও রামু দা তাড়াতাড়ি করো আজকে থেকে ধান কাটতে শুরু করেছি তাড়াতাড়ি মাঠে যেতে হবে। যা রোদ গরম শুরু হয়েছে বেশিক্ষণ মাঠে কাজ করা যাবে। সকাল সকাল গেলে সকাল সকাল ফিরতে পারবো।

তো রামু বললো, হুঁ বাপন বললো, কি হুঁ?
— আরে দেখছি রে দেখছি
— কি দেখছো?
— কাল সন্ধ্যাবেলা টিভিতে দেখছিলাম তৃণমূলের এক বিধায়ক। বুঝতেই

● দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

কাটোয়ার কলম

২২ এপ্রিল ■ ২০২৩

হিন্দুত্ববাদী জঙ্গলরাজ

শুধু কেন্দ্রের ও গুজরাটের আরএসএস-বিজেপি সরকারের সামনেই নয় গোটা সমাজের সামনেই গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দুই বিচারপতি। প্রসঙ্গ বিলকিস বানুর গণধর্ষক ও তারই পরিবারের সাত জনের খুনি ১১জন সাজা প্রাপ্তের আগাম জেল মুক্তির সিদ্ধান্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সিদ্ধান্তটি নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নিজের রাজ্য গুজরাট সরকার। প্রসঙ্গত এই বীভৎস নারকীয় ঘটনাটি ঘটে ২০০২ সালে নরেন্দ্র মোদীর মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে গুজরাট দাঙ্গার সময়।

স্বাধীনতার ৭৫ বছরে মোদী ঘোষিত অমৃত মহোৎসবের সূচনালগ্নে গত ১৫ আগস্ট লাল কেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ ভাষণে নারীদের মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনের দায়িত্বের কথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর সেদিন গুজরাটে তাঁরই দলের সরকার গণহত্যা ও গণধর্ষণের ১১ সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বার্তাকে শুধু বিদ্রূপ করেনি, সরাসরি প্রত্যাখ্যানও করেছে। মনুবাদে অন্ধ বিশ্বাসী গুজরাটে বিজেপি সরকার সেদিন প্রমাণ করে দিয়েছে নারীদের সম্মান করা বা সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়টি নিছকই বাহবা কুড়াবার জন্য এবং সংবাদ মাধ্যমে শিরোনাম হবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ হতে পারে কিন্তু কখনোই গেরুয়াধারীদের আদর্শ হতে পারে না বা বিজেপি সরকারের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হতে পারে না। তাই প্রধানমন্ত্রীর হিতোপদেশকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে হিন্দুত্ববাদী ধর্ষকদের জেল জীবনের ইতি টেনে দেওয়া হয়েছে। তারা যত বড় ও ভয়ঙ্কর অপরাধই করুক না কেন জেলে যেহেতু ভাল আচরণ করেছে, অতএব সাত খুন মাপ।

হিন্দুত্ববাদীদের ঘোষিত শত্রু, যাদের হামেশাই নিকেশ করার বা পাকিস্তানে পাঠানোর হুকুম দেওয়া হয় সেই সংখ্যালঘু মুসলিম পরিবারেরই সাত জনকে খুন করা হয়েছে এবং ২১ বছরের এক অশুভসত্ত্বা বধুকে ধর্ষণ করা হয়েছে। হিন্দুত্ববাদীদের কাছে এটা কোনও অপরাধই নয় বরং গৌরবের কাজ। দেশটা যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক তাই আইন ও সংবিধান অনুযায়ী সাজা দিতে হয়েছে। হিন্দু রাষ্ট্র হলে তো ধর্ষক-খুনিদের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হতো। শেষ পর্যন্ত আদালত সাজা দিলেও দল সরকারটা যেহেতু হিন্দুত্ববাদী তাই সেই সাজাকে উপেক্ষা করেছে। পাকাপাকিভাবে মুক্তি পাবার আগেই সেই ১১ খুনি-ধর্ষকরা সরকারের কল্যাণে কার্যত মুক্তই ছিল। কেউ ১০০০ দিন, কেউ ১২০০ দিন কেউ আবার ১৫০০ দিন প্যারোলে ছাড়া পেয়ে জেলের বাইরে স্বাভাবিক জীবন কাটিয়েছে। মাঝে মাঝে নিয়ম রক্ষার খাতিরে কয়েকদিন জেলে কাটিয়েছে মাত্র। প্যারোলে মুক্ত থাকা অবস্থায় তারা যথারীতি হিন্দুত্ববাদীদের কর্মকাণ্ডে এবং রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে। এমনকি মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধও সংগঠিত করেছে।

এমন এক পরিস্থিতিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত আগাম মুক্তি নির্দেশ সংক্রান্ত মূল নথি তৈরির নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে আদালতের প্রশ্ন এমন ভয়ানক অপরাধীদের কি এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায়! এই ঘটনা কি বার্তা দিচ্ছে সমাজকে। বিলকিস তার পিটিশনে আগাম মুক্তির বিরোধিতা করে জানিয়েছে এই ঘটনা সমাজের বিবেকবোধকে জোরালো ধাক্কা দিয়েছে। সামাজিক ও মানবিক মূলবোধগুলি তাদের ঘরের মতো ধসে যেতে পারে সরকারের এধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্তে। বিচার বিভাগ যাদের সারা জীবনের জন্য জেল সাজা দিয়েছে সরকার তাদের আগাম মুক্তি দিয়েছে। এটা উদার মানবিক ও গণতান্ত্রিক সমাজের বিজ্ঞপন নয়।

দুই ফুলের এক মুকুল

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

পারহিস সবাই চোর।

— হুঁ, তা কি হলো? তাড়াতাড়ি বলো।

— সেও এক বাবাজীবন। বহু ছেলেমেয়ের কাগজ পত্র নিয়ে টাকার বিনিময়ের ওই সব ওপরতলার নেতা মন্ত্রীদেবের সাথে একসাথে বসে চাকরি চুরি করেছে।

এবার হয়েছে কি এ ব্যাটার কাছে ফোনে, আর একটা কি বলছে পেন দিয়ে সেখানে সব জমিয়ে রেখেছিল। তারপর ওই যে ED এর লোকজন যখন জানতে পেরে বাবাজীবনের কাছে যায়। প্রশ্ন করে। তখন তিনি বাথরুম যাওয়ার নাম করে পাঁচিল উপক্রে পালাতে যাবে। এমন সময় আবার খপাৎ করে ধরেছে ED।

— কি বলছো গো রামু দা !!! এই রকম আবার হয় নাকি। আমরা তো শুনেছি ঠেলায় না পড়লে বিভাল গাছে ওঠে না। আর এখন তো দেখছি একজন বিধায়ক ও পাঁচিলে উঠে পড়ছে। নিশ্চয় কেস জন্মিস।

— আরে হাঁ, তা নয় তো কি বাকি টা শোন। তারপর সেই বাবাজীবন তার ওপরতলার মাথা কে বাঁচানোর জন্য করেছে কি ফোন আর ওই পেন ড্রাইভ না কি বলছে সেটা দিয়েছে পাশের পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে। এবার তো ED র

লোকগুলো খুঁজে খুঁজে হয়রান। শেষ মেঘ করেছে কি এই পুকুরটা যেবার মারলো রে!! পাকৈ নেমে যেভাবে জিওল মাণ্ডর মাছ ধরছিলাম আমরা। সেই ভাবে রাতে রাতে জল মেরে ফোন খুঁজছিল।

..বাপন কথায় কথায় বলে ফেলে তা জীবন মাথা বাঁচাতে যদি ফোন ফেলে দেয়, মাথার কাছে যখন ED যাবে তখন তো আদিগঙ্গার জলও মারতে হবে।

— এই কথা ভোলার গায়ে লেগে গেছে, শুরু করেছে চিৎকার। বাপনকে চোখ রাঙিয়ে বলছে, মুখ সামলে কথা বল। গঙ্গার জল মারতে হবে মানে? তুই কাকে বলছিস। আমাদের দিককে??

তোর সাহস তো কম নয়। জানিস দিদি কোনো মন্ত্রী ভাতা নেয় না। হাওয়াই চটি পরে আর তুই তাকে নিয়ে এই সব বলছিস??

---এই নিয়ে সকাল বেলা পুকুর পাড়ে ভালোই জটলা চলছিল। আমাদের খুড়ো বসে বসে সবটায়ই শুনছিল। শেষে খুড়ো থাকতে না পেরে বললো, আরে ভোলা রাগ করছিস কেন? বাপন তো ভুল কিছু বলেনি তোর দিদির রাজত্বে সব তৃণমূল নেতাদের বড়ো বড়ো অট্টালিকা হয়েছে, শহরে রাস্তায় গাছ কেটে সিডিকিটের টাকায় ফ্ল্যাট

করেছে টাকা রাখার জন্য। আবার চুরি করে ধরা পড়লে পাঁচিলে উঠছে। আর বাবা এই যা রোদ গরম পড়েছে তাতে যদি একটার পর একটা বিধায়কের জন্য পুকুরের জল মারা হয় তাহলে আমরা বাঁচবো কি করে। সেটাই বাপন বলতে চাইল যদি কালীঘাটে চোর ধরতে যায় তাহলে তার পাশেই তো আদিগঙ্গা। সেই জল মারলে আর মানুষ বাঁচবে না এই ৪৫ ডিগ্রি তাপমাত্রায়। বেশি করে গাছ লাগাও।

রামু এসে বললো, এ্যাই, থাম তোদের জারিজুরি সব ফাঁস হয়ে গেছে। তোর দিদি ভাইপোকে বাঁচানোর জন্য অমিতজিকে বার বার ফোন করছে। তাতেও হয় নি। দুই ফুলের এক ছিল মুকুল তাকে খ্যাপা সাজিয়ে দিল্লি পাঠিয়েছে। এত করেও তোরা তোর দিককে আর ভাইপোকে বাঁচাতে পারবি না। জনগণ সব বুঝে ফেলেছে। পৃথিবীর সাতটা আশ্চর্যের নাম শুনেছিলাম এখন জানলাম অষ্টম আশ্চর্য।

— সবাই বললো কি গো? অষ্টম আশ্চর্য আবার কি??

— রামু বললো পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য হলো দুটো ফুলের একটা মুকুল। এই রাজ্যের রায়বংশীয় নেতা মুকুল রায় এখন দুই ফুলেই। পদ্ম ফুল আর জোড়াফুল। মুকুল কি আর খ্যাপা? তাকে খ্যাপা বানানো হয়েছে। □

লেনিন

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

দুশমনরা ঘৃণা বর্ষন করে - তিনি ভ্লাদিমির ইলিচ উইলিয়ানভ লেনিন।

লেনিন ও বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠা করেছিল পৃথিবীর প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই বিপ্লব সারা পৃথিবীর উপনিবেশ বিশেষত ভারতের মতো দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণির অধিকার অর্জনের সংগ্রাম নতুন মাত্রায় পৌঁছেছিল। উল্টো দিকে শিশু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে প্রথম থেকেই ধ্বংস করার যড়যন্ত্র লিপ্ত হয়েছিল পৃথিবীর প্রায় সব ক'টা পুঁজিবাদী- সাম্রাজ্যবাদী দেশ। সে ছিল বিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের সূচনা লগ্ন। দুনিয়ায় শ্রমজীবী মানুষদের তীব্র শ্রেণিসংগ্রাম ও এগিয়ে যাওয়ার সময়।

রুটি, জমি ও শান্তির স্লোগানে রুশদেশের শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকেরা (আসলে কৃষক সন্তান) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাশিয়াকে পৌঁছে দিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে। লেনিনের যোগ্য নেতৃত্ব সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার হিসেবে ইতিহাসের ধারায় বলশেভিকদের চির উজ্জ্বল করে রেখেছে। রুশ বিপ্লবের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় এই কাজ ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং বলাবাহুল্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। অবশ্য যেকোনো বিপ্লবী প্রচেষ্টা সমকালীন বাস্তবতায় কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণই হয়। বিপ্লবের প্রশ্নে লেনিনকে পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে মত ও পথের রণনীতি ও রণকৌশলগত বিতর্ক করেই চলতে হয়েছে। বিপ্লবীদের এভাবেই চলতে হয়। পার্টির অভ্যন্তরে বিপ্লবী সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করতে গিয়ে লেনিনকে যে বিতর্কের মধ্য দিয়ে অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত দিন ও সময় নির্ধারণ করতে হয়েছিল ইতিহাসের বিচারে তা ছিল অন্যতম সফল একটি বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ

ও প্রয়োগের উদাহরণ। ১৯১৯ সাল পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রতি বিপ্লবের মোকাবিলা করে বলশেভিকদের শিশু সমাজতন্ত্রকে রক্ষার সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। এই সময় ছিল ওয়ার কমিউনিজম পর্ব। বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর শিশু সমাজতন্ত্রকে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখা এবং যে জনগণ বিপ্লবের অংশগ্রহণ করলেন অথবা সমর্থন করলেন তাদের জীবন মানে উন্নয়ন ঘটানোই বিপ্লবের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থিত হয়।

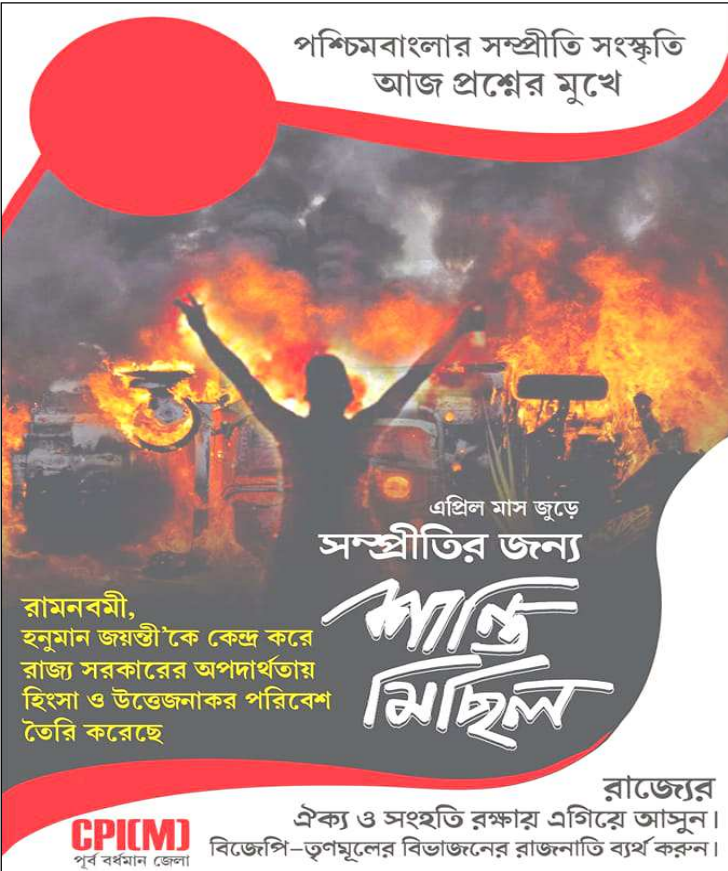
১৮৪৮ এ কমিউনিস্ট ইন্সতার প্রকাশিত হবার পরে পরেই ফরাসি দেশের শ্রমিকরা বিপ্লবী প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল। শ্রমিক শ্রেণির সেই বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল। ‘এইটিছ ব্রুয়য়ার অফ লুই বোনাপার্ট’ এ মার্কস এই বিপ্লবী প্রচেষ্টার অনিবার্য পরাজয়ের মধ্যেই ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সম্ভাবনা ইঙ্গিত চিহ্নিত করেছিলেন। ১৮৭১ এ প্যারিসের শ্রমিকরা আবার বিপ্লবী সংগ্রামে অংশ নিয়েছে। সাময়িকভাবে জয়লাভ করেছে এবং প্যারিস কমিউন গড়ে তুলেছে। প্যারিস কমিউন ৭২ দিন পরে আর টিকে থাকে নি। শাসক বুজ্জিয়ারা গ্রামের কৃষকদের কমিউনার্ডদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে বিপ্লব ব্যর্থ করেছে। মার্কস-এঙ্গেলসের ভাবনায় শ্রমিক বিপ্লবের জাতীয় ক্ষেত্রে হিসেবে সাধারণভাবে রুশ দেশের কথা উল্লেখিত হয়নি। যদিও ১৮৮২ সালের কমিউনিস্ট ইন্সতারের রুশ সংস্করণের ভূমিকায় তাঁরা রাশিয়ায় বিপ্লবের ক্ষীণ সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। ১৯০৫ এ রাশিয়ার শ্রমিকদের বিপ্লবের প্রচেষ্টা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। শ্রমিক শ্রেণির উপর নেমে এসেছিল রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বীভৎস। ব্যর্থ রুশ বিপ্লবের কারণগুলি খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে তার থেকে শিক্ষা নিয়ে বিপ্লবী সংগ্রামের দিকে এগিয়েছিলেন লেনিন। মার্কসবাদী তত্ত্বের নিবিড় অধ্যয়ন, পৃথিবীতে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাস এবং রুশ দেশের বাস্তবতার সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিপ্লব সংগঠিত করতে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সফল হয়েছেন লেনিন। রুশ দেশের বাস্তবতায় বিপ্লবী সম্ভাবনা ও তার

সঠিক পথের অনুসন্ধান করতে সেই সময়কার বিপ্লবীদের বিভিন্ন পাঠ্যচক্রের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। বলা যেতে পারে ‘বিপ্লবী লেনিন’ হোয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই পাঠ্যচক্র গুলির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে রুশ দেশের বিপ্লবের সম্ভাবনা চিহ্নিত করতে গিয়ে লেনিনকে পার্টির অভ্যন্তরে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিতর্ক করতে হয়েছে। বিতর্কে সাফল্য লাভ করেছেন, বিপ্লব সংগঠিত করেছেন, বিপ্লব সফল করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তর পর্বে পিছিয়ে পড়া একটি বিপুল দেশে অনেকটা পিছন থেকে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজ শুরু করতে গিয়ে ক্লাসিক মার্কসীয় অর্থনীতির বাইরে বেরিয়ে এসে ‘নয়া অর্থনৈতিক নীতি’ ঘোষণা করতে হয়েছে লেনিনকে। লেনিনের কাছে এটাও কোনো সহজসাধ্য পথ ছিল না। পার্টির ভিতরে ও দেশের শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে আদর্শগত বিতর্ক করতে হয়েছে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, বিপ্লব উত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিনের নেতৃত্বে নতুন অর্থনৈতিক নীতি সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে শ্রমিক শ্রেণীর সামনে একটি সফল পরীক্ষা ছিল। আজকের চূড়ান্ত প্রতিকূল পৃথিবীতেও লেনিনের সেদিনের সৃষ্টিশীল পরীক্ষার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

লেনিনের দক্ষ নেতৃত্বে সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও রাষ্ট্র নির্মাণ চলাকালীনও প্রাক বিপ্লবী পার্টির ভিতরের বিতর্কগুলি শেষ হয়ে যায়নি। বরং যথেষ্ট ভাবেই রয়ে গিয়েছিল। ১৯২৪’র জানুয়ারিতে লেনিনের মৃত্যুর পরে স্তালিন সমাজতন্ত্রকে রক্ষা ও উন্নত করার সংগ্রামে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছেন। লেনিনের সময়ে যে বিতর্কগুলি বলশেভিক পার্টি ও সোভিয়েত সমাজের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীভূত ছিল, লেনিন উত্তর সময়ে তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিতর্কগুলি প্রধানত বিপ্লব বিরোধী শক্তি এবং পশ্চিমী অকাদেমিক জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। প্রাক বিপ্লব এবং বিপ্লব উত্তর পরিস্থিতিতে বিতর্কগুলির অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়

● তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন



লেনিন

● দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

ছিল রাশিয়া শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের জন্য এখনও প্রস্তুত হয়নি, রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়নি ফলে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের জন্য রাশিয়া এখনও প্রস্তুত নয়, বিপ্লবে পার্টির ভূমিকা কি হবে কিংবা বিপ্লব উত্তর সময়ে সমাজতন্ত্র নির্মাণে শ্রমিক শ্রেণির অগ্রণী বাহিনী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কি হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের পরে আজকের পৃথিবীর তাত্ত্বিক জগতে নতুন করে এই বিতর্কগুলি ফিরে এসেছে এবং আসছে। আজকের দিনে অনেক বুদ্ধিজীবী ও তাত্ত্বিকেরা অনেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্বের ধারণাকে চিহ্নিত করতে চান। এই বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ আবার বিপ্লবী শ্রেণি হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা ও বিপ্লবের সম্ভাবনা অন্তিমিত হবার কারণ হিসেবে রুশ বিপ্লবকেই দায়ী করেন। এদের মতে রুশদেশের বলশেভিকরা জোর করে বিপ্লব সংগঠিত করে পৃথিবীব্যাপী শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই বিতর্ক শুধুমাত্র সেদিনের বিপ্লবী সম্ভাবনা পূর্ণ রুশদেশে বিপ্লবের পথকে কেন্দ্র করে পার্টির অভ্যন্তরের বিতর্ককে শুধুমাত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাওয়ানয়; সমাজতন্ত্রিক বিপ্লব এবং বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বকারী ভূমিকাকে নস্যাত্ন করতে চাওয়ার সংগঠিত প্রচেষ্টা।

লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিনের নেতৃত্বে রুশদেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজ, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি যাকে ‘এক দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের’ তত্ত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এরিস্কির ‘পার্মানেন্ট রেভলিউশন’র তত্ত্ব সামনে চলে আসে। শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা এবং কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে যারা বাতিল করতে চান তারা অনেকেই আজ উদ্দেশ্যকে আড়ালে রেখে ‘পার্মানেন্ট রেভলিউশন’র তত্ত্বের আড়ালে নিজেদেরকে দাঁড় করিয়ে রাখছেন। এটা অন্য বিতর্কের বিষয়। এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় নয়। রুশদেশে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রামের দিনে যারা লেনিনের সঙ্গে ছিলেন, এমন অনেকেই বুজোদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্রণী ও সংগঠিত বাহিনী হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। স্তালিন পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নে মতাদর্শগত বিচ্যুতি, অগ্রণী বাহিনী হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিজ শ্রেণি থেকে বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি ইত্যাদি কারণগুলির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়কে সারা পৃথিবীর কমিউনিস্টরা মূল্যায়ন করবার চেষ্টা করেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট মূল্যায়নের চেষ্টা করেছে। শ্রমিক শ্রেণির অগ্রণী বাহিনী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমজীবী মানুষের নিজের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই ভূমিকা একটি গুরুতর বিচ্যুতি, যা নিঃশব্দের প্রতি বিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করছে। কিন্তু বিপ্লবের সময় সংগঠিত রাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে শোষণকে চিরকালের মতো উৎখাত করতে শ্রমিক শ্রেণির হাতে বুজোয়াদের বিকল্প একটি সংঘটিত বাহিনী প্রয়োজন হয়। ইতিহাসে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের ব্যর্থতার ইতিহাস এই প্রয়োজনীয় তাকে তুলে ধরেছে। বিপ্লবী শ্রেণির অগ্রণী

বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব শ্রমিকদের ‘ক্লাস ইন ইটসেল্ফ’ থেকে ‘ক্লাস ফর ইটসেল্ফ’ এ উন্নীত করা। শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী সংগ্রামে অন্যান্য শ্রমজীবী অংশ এবং কৃষক সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রক্রিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা অপরিহার্য।

মার্কসবাদ সমাজ পরিবর্তনের দর্শন। এই সমাজ পরিবর্তনের অর্থ একটি শোষক শ্রেণির বদলে নতুন একটি শাসক ও শোষক শ্রেণির ক্ষমতা দখল নয়। শ্রমিক শ্রেণি ক্ষমতা দখল করতে চায় বা শ্রমিক শ্রেণিকে ক্ষমতা দখল করতে হবে সমাজের অন্যান্য শ্রেণিগুলিকে মুক্ত করে নিজেকে মুক্ত করার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণির মূল লক্ষ্য সমাজ থেকে চিরকালের মতো শ্রেণি শোষণকে উচ্ছেদ করা। এই সুদূর প্রসারী তীব্র কঠিন ও ভয়ংকর ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শ্রমিক শ্রেণির অগ্রণী বাহিনী রূপে কমিউনিস্ট পার্টির সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা ব্যতীত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের ভাবনা কেবল কল্পনাই থেকে যায়, বাস্তবের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত ঘটেনি এবং সম্ভবত ভবিষ্যতেও ঘটবে না। মার্কসীয় তত্ত্বে লেনিনের অন্যতম অবদানের জায়গাটি হলো কমিউনিস্ট পার্টির ধারণা। এই পার্টি শ্রমিক শ্রেণি ও শ্রমজীবী জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতীক। এই পার্টি পরিচালিত হয়, গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রীকতার নীতিতে, কেন্দ্রীভূত গণতন্ত্রের নীতিতে নয়। যেহেতু শত্রু দৈত্যাকার, তার হাতে রয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র এবং শ্রমজীবী মানুষের উপর হেজিমনি প্রতিষ্ঠার সব ধরনের উপকরণ তার হাতে, তাই যুদ্ধের সংগঠিত সৈন্য বাহিনীর মতো কমিউনিস্ট পার্টিকেও ইম্পাত দৃঢ় হতে হয়। সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির পার্থক্যের জায়গা হলো, এখানে পার্টি সভারা স্বেচ্ছায় পার্টির শৃঙ্খলা গ্রহণ করে এবং তাকে প্রয়োগ করে, পার্টির অভ্যন্তরে সকলের নিজের মত প্রকাশ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এটা হল কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরের গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতাকে শক্তিশালী করতে হয়। কিন্তু শ্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে হয় বলে পার্টিকে একটি কেন্দ্রীয় নির্দেশিকার ভিত্তিতে চলতে হয়। এটা হল কেন্দ্রীকতা। আজও বিপ্লবী শ্রেণি হিসেবে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের সামনে ফুল বিছানো পথ নেই বরং পরিস্থিতির জটিলতা এবং শ্রেণি ভারসাম্যের দিক থেকে শ্রমিক শ্রেণি অনেক বেশি রক্ষণাত্মক অবস্থায় রয়েছে। তাই অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র দৃঢ় করেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা কার্যকর করা কমিউনিস্টদের পার্টির জীবনের মূল চালিকাশক্তি। পার্টির অভ্যন্তরের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার সুস্থ ও দৃঢ় প্রয়োগ কখনোই বৃহত্তর সমাজে শ্রমিক শ্রেণি, শ্রমজীবী জনগণ এবং কমিউনিস্ট পার্টির দরদীদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে না। বিচ্ছিন্নতা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন মতাদর্শের ঘাটতি কিংবা বিচ্যুতি সৃষ্টি হয়। কমিউনিস্টরা যেকোনো সংকটের সময় বারে বারে শ্রমজীবী মানুষের কাছেই ফিরে যান। ফিরে যেতে হয়। আজ আমাদের রাজ্যে এই কাজ আমাদের পার্টিকে করতে হচ্ছে। খেটেখাওয়া মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের পুনঃস্থাপন রাজ্যে পার্টির শক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়তা দিচ্ছে। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যদের জীবনে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার দৃঢ় ও সুস্থ প্রয়োগ এবং যেকোনো সমস্যা ও প্রতিকূলতায় জনগণের কাছে খোলামেলা আলোচনার মধ্য দিয়ে তার কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে তাদের আত্মবিশ্বাস অর্জন করে এবং অবশ্যই

শ্রমজীবী মানুষকে ‘ক্লাস ফর ইটসেল্ফ’ রূপান্তরিত করে যে কোনো প্রতিকূলতায় কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্টরা এগোতে পারে। পার্টি সম্পর্কে এটাই হল লেনিনীয় শিক্ষা।

মার্কস-এঙ্গেলসের বিভিন্ন রচনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা। বিপ্লব সংগঠিত করতে চাওয়া শ্রমিক শ্রেণির সামনে রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণাকে সংগঠিত ভাবে উপস্থিত করেছেন লেনিন তার রাষ্ট্র বিপ্লব রচনায়। বুজোয়া রাষ্ট্র সম্পর্কে তিনি বলেছেন বুজোয়া রাষ্ট্রের ধরন যাই হোক না কেন আসলে তা শেষ পর্যন্ত বুজোয়াদের একনায়কত্ব। সমাজ থেকে শ্রেণির অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে শ্রমিক শ্রেণিকে এই বুজোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে দখল করতে হয়, উচ্ছেদ করতে হয় এবং শ্রেণিহীন সমাজে পৌঁছানোর পথে একটা সময় পর্যন্ত নিজেদের একটা রাষ্ট্র গড়ে নিতে হয় এবং সেই রাষ্ট্রে অন্যান্য অশোষক শ্রেণি ও সামাজিক অংশগুলিকে যুক্ত করতে হয়। লেনিনের মত অনুযায়ী শ্রমিক শ্রেণির এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে হতে হবে প্রলেতারিয় একনায়কত্ব। লেনিন, মাও জেদং সহ প্রতিটি সফল বিপ্লবী মার্কস তত্ত্বের মৌলিক লক্ষ্যকে অক্ষুন্ন রেখেই তার সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটিয়েছেন। পৃথিবীর কোথাও বিপ্লবের রেল্লিকা ঘটেনি এবং ঘটবেও না।

সাত দশক পর সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় কিংবা আজকের প্রতিকূল বিশ্বে সমাজতন্ত্র নির্মাণের সংগ্রামে চীনের অভিজ্ঞতা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণা ও নির্মাণ কতগুলি নতুন নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে, কতগুলি নতুন নতুন সম্ভাবনার মুখোমুখি হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান প্রযুক্তি, উৎপাদনের ধরন এবং সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে চলেছে। বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনা সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং পাশাপাশি ধনবাদী দুনিয়ার কতগুলো পরিবর্তন একুশ শতকের সমাজতন্ত্র নির্মাণের সামনে নতুন সারিত করেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)’র বিংশতি পাটি কংগ্রেসে গৃহীত মতাদর্শগত দলিলের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে একুশ শতকে সমাজতন্ত্র নির্মাণের ধারণা। একুশ শতকের সমাজতন্ত্রের নির্মাণ বিশ শতকের সমাজতন্ত্রের নির্মাণের রেল্লিকা হবে না। বিশ শতকের বাস্তবতায় লেনিন প্রলেতারিয় একনায়কত্বের যে ধারণা দিয়েছিলেন, আকাশ ছোঁয়া সাফল্য সত্ত্বেও পরবর্তী সময়ে তার বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা, মতাদর্শগত বিচ্যুতি শ্রমিক শ্রেণি থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিচ্যুতি ঘটেছিল। একুশ শতকে সমাজতন্ত্রে নির্মাণে পরিবর্তনশীল সমাজ, অর্থনীতি ও মনন চেতনায় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেই আরও অনেক বেশি প্রসারিত করার সম্ভাবনা কার্যকর করা সম্ভব। পাশাপাশি অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আজকের প্রকৃত অর্থেই বিশ্বায়িত পৃথিবীতে নতুন সৃষ্টিশীল প্রয়োগ জরুরি।

মার্কসীয় তত্ত্বে লেনিনের অন্যতম একটি সংযোজন হলো সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত তত্ত্ব। লেনিন ছাড়াও রোজা লুক্সেমবার্গ সহ কয়েকজন বিপ্লবী সমাজবাদ সম্পর্কে তাদের ধারণা উপস্থিত করেছিলেন। বিশ শতকের গোড়ায় লেনিন দেখিয়েছিলেন পুঁজিবাদ তার সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌঁছেছে। আগে উল্লেখিত হয়েছে মার্কস-এঙ্গেলসের ধারণায় শ্রমিক বিপ্লবের কেন্দ্রে রাশিয়া ছিল না। বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গন থেকে রাশিয়া

বিপ্লবের অভিযাত্রী হয়েছিল। লেনিন ও বলশেভিকদের রুটি, জমি ও শান্তি শ্লোগানে সাড়া দিয়েছিলেন রুশদেশের শ্রমজীবী মানুষ। এই শ্লোগানে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের বস্তুগত উপাদানটি খুঁজে পেয়েছিলেন লেনিন। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কিংবা সাড়া দেওয়া যে কোনো রাজনৈতিক সংগ্রাম ও বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু পরিস্থিতির বাস্তবসম্মত সম্ভাবনার চাবিকাঠি কোনটি? লেনিন দেখালেন সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌঁছে যাওয়া বিশ্ব পুঁজিবাদের সবথেকে দুর্বলতম গ্রন্থিটি হলো রাশিয়া। ফলে সেখানে যদি শ্রমিক শ্রেণি আঘাত করতে পারে তাহলে বিপ্লব সফল হতে পারে। ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে রুশ বিপ্লবের সমর্থনে আন্তোনিয় গ্রামশির ‘রেভোল্যুশন এগেনেস্ট দাস ক্যাপিটাল’ রচনাটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

লেনিন তার সময় পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী স্তরকে আবিষ্কার করে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন। আজকের পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদ কি লেনিনের ব্যাখ্যা করা, লেনিনের সময়ের সাম্রাজ্যবাদের অবস্থাতেই রয়েছে? এর সহজ উত্তর ‘না’। লেনিনের সময় সাম্রাজ্যবাদ জাতীয় পরিচিতিতে গণ্ডিবদ্ধ ছিল। আজ ফিন্যান্স নেতৃত্বকারী আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক চরিত্র লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, পুঁজিবাদের উৎপাদনমুখী বৈশিষ্ট্য থেকে ফটকা, বিশেষত ২০০৮ পরবর্তী কালের পৃথিবীর অভিজ্ঞতায় বলা যায় সর্বব্যাপী লুণ্ঠনের আকার নিয়েছে। ফলে আজকের পৃথিবীতে শ্রমিক শ্রেণির ‘বিপ্লবী সংগ্রামের সম্ভাবনা’কে বাঁচিয়ে রাখার সম্ভাবনা অনেক বেশি আন্তর্জাতিক। এই পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতম গ্রন্থি কোনটি তা চিহ্নিত করা সৃষ্টিশীল মার্কসবাদীদের কাজ।

অন্য একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ খুবই জরুরি। সাধারণভাবে বুজোয়া পন্ডিতেরা লেনিনকে শুধুমাত্র একটি বিপ্লবের নেতা হিসাবে উল্লেখ করতে রাজি। বিপ্লবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা লেনিন মনে করতেন বিপ্লবী দর্শন ছাড়া কোনো বিপ্লব সম্পন্ন হতে পারে না। মার্কসবাদ প্রয়োগের দর্শন। তত্ত্বচর্চা ও তার প্রয়োগের অভিজ্ঞতা অর্জন, পুনরায় তত্ত্বচর্চা ও নির্মাণ এবং পুনরায় তার প্রয়োগ -- মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বের এই সাধারণ ধারায় যে কোনো বিপ্লবীকে পটু হতে হয়। লেনিন এই জন্যই ‘লেনিন’, যে তিনি এ কাজে পটু হয়েছিলেন। সাধারণভাবে মার্কস ও এঙ্গেলসকে দর্শনের জগতে বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র সংগ্রাম করতে হয়নি। কারণ দর্শনের জগতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তবে সেই বস্তুবাদের চরিত্র ছিল যান্ত্রিক। অর্থাৎ ভাব জগত তো বটেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই বস্তু জগতের বাইরে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। দর্শনের জগতে বস্তুবাদকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। মার্কস পূর্ববর্তী দার্শনিক হেগেল থেকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী গড়ে তুলেছিলেন। লেনিন মার্কসীয় দর্শন শব্দের পরিবর্তে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ শব্দটি ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। লেনিনের সময় বিজ্ঞান ও বস্তুবাদের নামে দর্শনে ভাববাদ ফিরে এসেছিল। যার মূল কথা ছিল অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানই একমাত্র যুক্তি পূর্ণ সত্য। এর বাইরে কোনো কিছু অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে। এই চিন্তাকে দর্শনের জগতে প্রত্যক্ষ বিচারবাদ নামে উল্লেখ করা হয়। আসলে অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানকেই একমাত্র যুক্তিপূর্ণ সত্য বলে ধরে

নেওয়া, এর বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হলো বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে অবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করে ফেলা। প্রত্যক্ষ বিচারবাদী দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অস্ট্রিয়ার চিন্তাবিদ আর্নেস্ট মাখ। মাখের প্রত্যক্ষ বিচারবাদ ছিল আসলে বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানের নামে ভাববাদেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা। রাশিয়াতে সেই সময় বিজ্ঞান ও বস্তুবাদের নামে মাখের এই প্রত্যক্ষ বিচারবাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। লেনিন এই চিন্তার বিরুদ্ধে দার্শনিক সংগ্রাম পরিচালনা করেন। সেই সংগ্রামের অন্যতম ফসলটি হলো লেনিনের ‘মেটিরিয়ালিজম এন্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম’ রচনাটি। মাখের প্রত্যক্ষ বিচারবাদকে যদি মেনে নিতে হয় তাহলে দ্বন্দ্বিকতার অস্তিত্বকে বিসর্জন দিতে হয়, বিপ্লবী সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণির অর্থাৎ মানুষের সচেতন ভূমিকাকে অস্বীকার করতে হয়। মাখের প্রত্যক্ষ বিচারবাদকে যদি সেদিন লেনিন মেনে নিতেন তাহলে রুশদেশের মাটিতে বিপ্লব অলীক কল্পনায় থেকে যেত। বিপ্লবীদের কাছে বিপ্লব এসে দুয়ারে ডাক দিয়ে জাগিয়ে তুলবে, তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তে হতো।

আজ পৃথিবীর শ্রেনিভারসাম্য শ্রমিক শ্রেণির বিপক্ষে। পৃথিবীর কোথাও দিগন্তে শ্রমিক বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও শ্রমিক বিপ্লব এবং পুঁজিবাদকে প্রতিস্থাপন করতে পারে সমাজতান্ত্রিক বিকল্প। আজ তাত্ত্বিক জগতে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী কর্তব্য ও বিপ্লবের সম্ভাবনাকে নস্যাত্ন করার জন্য নতুন রাংতায় পুরনো তত্ত্বকে উপস্থিত করার যে প্রচেষ্টা চলছে তা দার্শনিক লেনিনের মতাদর্শগত সংগ্রামকে মনে করিয়ে দেয়। আসলে মার্কস-এঙ্গেলসের মতোই লেনিনও ছিলেন একাধারে বিপ্লবী এবং অবশ্যই দার্শনিক। যদিও অকাদেমিক মহল লেনিনকে দার্শনিক হিসেবে খুব বেশি স্বীকৃতি দেয় না। তা না দিক। আসলে মার্কসবাদীদের কাছে দর্শনচর্চা প্রয়োগ বিচ্ছিন্ন নিরালম্ব শুধুমাত্র অকাদেমিক বিষয়বস্তু নয়। বিপ্লবের প্রয়োজনে দার্শনিক তত্ত্ব থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বিপ্লবের সংগ্রামকে প্রসারিত করা হলো মার্কসবাদীদের তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্য। এই জন্যই মার্কসবাদ হলো প্রয়োগের দর্শন। লেনিনের প্রায় প্রতিটি লেখাতেই দার্শনিক তত্ত্বের মনিমুক্ত ছড়ানো আছে। আবার মার্কসের মতোই লেনিনের প্রতিটি রচনা ছিল শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির দর্শনকে প্রয়োগের জন্য মতাদর্শগত সংগ্রাম ও বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা থেকেই লেখা। লেনিন যে কাজ সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি, মৃত্যুর পর তা ফিলোজফিক্যাল নোটবুক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তা পড়লে বোঝা যায় দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের এই নেতার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি কত উন্নত ছিল। তাঁর দর্শন চর্চা ছিল শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের জন্য নিবেদিত, বুজোয়া স্বীকৃতির জন্য নয়। বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ ও সেই অনুযায়ী প্রয়োগে যোগ্য হয়ে ওঠার জন্য সকল মার্কসবাদীকে প্রস্তুতি নিতে হয়। মার্কসবাদী সে, যে তার নিজের সময়ে নিজের বাস্তবতায় মানব মুক্তির জন্য সংগ্রামে সৃষ্টিশীল হতে চেষ্টা করে। সৃষ্টিশীলতা বাদ দিয়ে স্থবির জলাশয় সাঁতার কেটে জলাশয়ের এপার থেকে ওপারে চলাচল করাটা কোনো মার্কসবাদীর কাজ নয়। দুনিয়ায় কোনো সফল মার্কসবাদী এ কাজ করেন নি। ‘দার্শনিক লেনিন’, ‘বিপ্লবী লেনিন’র সমগ্র জীবন ও সংগ্রাম এই শিক্ষাই দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণির সামনে উপস্থিত করেছে। □

গাছ ধ্বংসের বিরুদ্ধে জোট বাঁধার গানে এসএফআই

নিজস্ব সংবাদদাতা : বেশ কিছুদিন ধরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর বেস্তনকারী সবুজের পরিবেশ ধ্বংসের ঘটনা লক্ষ করা যাচ্ছিল। কিছু দিন ধরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অজ্ঞাতকারণে এবং পরিচর্যার অভাবে অনেক গাছ মারা যাচ্ছে ও সজীবতা হারিয়েছে, এর মধ্যে অনেক প্রাচীন গাছও রয়েছে। ফলত নতুন করে বৃক্ষরোপণ না করেই সেই গাছগুলি কাটার প্রক্রিয়া চলছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পরিখাটিও দীর্ঘ দিন ধরে অপরিষ্কার অবস্থায় রয়েছে, সে নিয়েও এখনও পর্যন্ত সঠিক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এই অবস্থাতেই গত ১৫ এপ্রিল প্রকাশ্য দিবালোকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বেস্তনকারী গাছের তলদেশে নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই অগ্নিসংযোগ করা হয়। ফলে এই চত্বরে সবুজের পরিবেশ অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আগুন ধরার ঘটনা জানালেও তাঁরা দমকল ডেকে আগুন নেভানোর কোনো ব্যবস্থা করেনি। এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে এসএফআই। এসএফআই এর বক্তব্য, এই ঘটনা পরিবেশ ও ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের মননে উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে এবং তা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের বিরোধী। এর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর গেটের সামনে ১৭ এপ্রিল দীর্ঘক্ষণ গান বাজনা হাতে লেখা পোস্টার ও বক্তব্য দিয়ে বিক্ষোভ সভা করে। গাছ ও শিক্ষার চোরাচালানের বিরুদ্ধে জোট বাঁধার গান ধরেছে এসএফআই।

কর্মসূচিতে উপস্থিত জেলা সম্পাদক অনিবার্ণ রায় চৌধুরী জানা যে, দীর্ঘদিন ধরেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের



প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। একজন প্রাক্তন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া হিসেবে জানতাম বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য গ্রিন গোলাপবাগ ক্যাম্পাস বলা হত, আজ গোলাপবাগ ক্যাম্পাস তার সজীবতা হারাচ্ছে, পরিকল্পনা করে নষ্ট হচ্ছে গাছ, গাছ ধ্বংসের কর্মকাণ্ড চলছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে পরিকল্পনা মাফিক। তাই এই পরিকল্পনা মাফিক সবুজ ধ্বংসের বিরুদ্ধে আমরা এস এফ আই-এর পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের জোট বাঁধার আহ্বান জানিয়েছি এবং আগামী দিনের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে বাঁচানোর জন্য বৃক্ষছেদন নয়, বৃক্ষরক্ষার দায়িত্ব বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ছাত্রদের নিয়ে আন্দোলনের পথে নামবো। এদিন এই কর্মসূচিতে সাধারণ পথ চলতি মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতন।

মদন ঘোষের জীবনাবসান

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

মজুমদার, তুষার ঘোষ, নিরাপদ সর্দার, অরিন্দম কোণ্ডার, কার্তিক ঘোষ ও ডাঃ ফুয়াদ হালিম কমরেড মদন ঘোষের মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাঁর পরিবারের পক্ষে মালা দিয়েছেন প্রয়াত ঘোষের দুই ভাই তড়িৎ ঘোষ, কল্লোল ঘোষ, কন্যা মৈত্রী ঘোষ, নাতনি কাজরী মজুমদার সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা।

এদিন বামফ্রন্টের জেলা নেতৃত্ব ফজলুল হক, শওকত আলি, স্বপন মালিক ছাড়াও বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা, তৃণমূলের পক্ষে অরুণ দাস মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বিকাল ৪টের পর মরদেহ নিয়ে বিশাল জনপ্লাবন ঠেলে মিছিল এগিয়ে চলে। সামনে ছিল ৮১ জন অর্ধনমিত লাল পতাকা নিয়ে আন্তর্জাতিক সংগীতের মধ্য দিয়ে মিছিল পার্কাস রোড ধরে জেলাখানার পাশ দিয়ে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দিকে এগিয়ে যায়। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কমিউনিস্ট নেতা মদন ঘোষের মরদেহ দান করা হয়।

ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৫৯ সালে মদন ঘোষ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন। বি পি এস এফ-এর বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। তাঁর বাবা অনাথবন্ধু ঘোষ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরাও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭১ সালে ভাতার বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তাঁর বাবা ডাঃ অনাথবন্ধু ঘোষ বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন। মতাদর্শগত সংগ্রামে ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র আত্মপ্রকাশের সময়ে মদন ঘোষ সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে যুক্ত হন। ছয়ের

দশকে এবং সাতের দশকে আধা ফ্যাসিবাদী যুগে দীর্ঘদিন তিনি আত্মগোপন অবস্থায় পার্টি পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। প্রথম যুগে বর্ধমান শহরে পার্টি গড়ে তোলা এবং শ্রমজীবীদের মধ্যে পার্টির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। জেলা সম্পাদকের পদে আসীন হবার পরে সারা জেলায় পার্টি গড়ে তুলতে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। মদন ঘোষ ১৯৭৭ সালে বর্ধমান শহর-সদর যুক্ত লোকাল কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালে তিনি পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত। ১৯৯২ সালে শিলিগুড়ি সম্মেলন থেকে পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন ২০০২ সালে। ২০০৮ সালে কোয়েম্বাটুরে পার্টির ঊনবিংশতিতম পার্টি কংগ্রেস থেকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

মদন ঘোষ ছিলেন অগ্রণী কৃষক নেতা। তিনি বেশ কিছুদিন বর্ধমান জেলা কৃষকসভার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সারা ভারত কৃষকসভার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। কৃষকসভার সর্বভারতীয় কমিটির সহ-সভাপতির পদে দীর্ঘদিন আসীন ছিলেন। কৃষি ও কৃষকের উন্নতি সাধনে তাঁর নানা পরিকল্পনা ছিল। পশ্চিমবঙ্গে খেতমজুর সংগঠন তৈরি হলে সদ্য গড়ে ওঠা সংগঠনের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সর্বভারতীয় খেতমজুর ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি

হিসাবেও তিনি কাজ করেছেন। এই সংগঠনের বিস্তারে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছুটে বেড়িয়েছেন। তানেক সময় শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও শ্রেণি চেতনায় সমৃদ্ধ কমরেড মদন ঘোষ কখনও বিশ্রামের কথা ভাবেন নি।

বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাপতি থাকাকালীন তাঁর কৃষিক্ষেত্রে ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। এই কাজে ‘সংকল্প’ নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা স্থাপনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। কৃষির বিকাশ নিয়ে তাঁর একটি পুস্তিকা ‘কৃষির বিকল্প পথের সন্ধান দেয়’। শুধু সংকল্প প্রতিষ্ঠাই নয়, সাধনা প্রেস, নতুন চিঠি পত্রিকা, চিলড্রেন কালচারাল সেন্টারের মতো বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অনবদ্য। সভাপতি থাকাকালীন বর্ধমান ‘সংস্কৃতি’ লোকমঞ্চ সহ বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে উন্নয়নমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ স্বাক্ষর রেখে গেছেন। পার্টি শিক্ষা কেন্দ্র মটর-বিনয় ট্রাস্ট গড়ে তুলতে তিনি নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন।

সাক্ষরতা আন্দোলন ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তুলতে মদন ঘোষ ছিলেন বিশেষ আগ্রহী, ‘শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতি’ স্থাপনে ও পরিচালনায় তাঁর ভূমিকা চিরস্মরণীয়।

দেশহিতৈষী, গণশক্তি, নতুন চিঠি, কাটোয়ার কলম পত্রিকার শারদ সংকলনে তাঁর লেখাগুলি সাম্প্রতিক রাজনীতি-সাংগঠনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রেখে গেছে। ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে এন.বি.এ. প্রকাশিত তাঁর লেখা পুস্তিকা সারা রাজ্যে পাঠিকমীদের মধ্যে ব্যাপক চাহিদা গড়ে তোলে।

তাঁর গোটা পরিবারই সি পি আই (এম)-এর লড়াই-আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন তাঁর স্ত্রী ও এক কন্যা, জামাতা এবং এক নাতনিকে।

কর্পোরেট ও হিন্দুত্ববাদের বন্ধু এনইপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক ছাত্রদের কনভেনশনে

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

সভাপতি প্রবীর ভৌমিক। এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ছাত্রনেতৃত্ব ও অধ্যাপক ভাস্কর গোস্বামী বলেন, এনইপি যে শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলছে তা একটি বর্জনমূলক শিক্ষাব্যবস্থা। একদিকে এটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, জনশিক্ষায় বেসরকারি পুঁজির বিনিয়োগ বাড়ছে, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ করছে, শিক্ষার কেন্দ্রীয়করণ করছে আর অন্যদিকে সিলেবাসের সাম্প্রদায়িকীকরণ করে আরএসএসের সংগঠন বাড়ানোয় সহযোগিতা করছে। এই কনভেনশনে তাই কর্পোরেট পুঁজি ও হিন্দুত্ববাদের বেড়ে ওঠার রুপান্তর এই এনইপিকে লাগু হওয়া আটকানোর জন্য প্রত্যেক ক্যাম্পাসে তীব্রতর লড়াইয়ের ডাক

দেওয়া হয়। একই সঙ্গে এদিন এই কনভেনশনে এন ই পি-র বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার বার্তার পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করার আহ্বান ও জানানো হয়। বর্ধমান বিশ্ব বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অজ্ঞারকতা, দুর্নীতি স্বজনপোষণ এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, অনিশ্চিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ। তাই আগামী দিনে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষার বার্তাও এই কনভেনশন থেকে উত্থাপিত হয়। কনভেনশন শেষে বর্ধমান পার্কাস রোড থেকে কার্জন গেট অবধি মিছিল করে এনইপি-র খসড়া পোড়ানো হয় এবং সভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক অনিবার্ণ রায়চৌধুরী ও সভাপতি প্রবীর ভৌমিক।

শান্তি সম্প্রীতি ও ঐক্য রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বানে বর্ধমান শহরে শান্তি মিছিল

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

আর এস এস, বিজেপি। সেই দিকটি বিবেচনায় রেখে বর্ধমান শহরের গরিব শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ এই দৃষ্টান্ত মিছিলে পা মেলান। ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-১ ও -২ এরিয়া কমিটি উদ্যোগে এই মিছিল বর্ধমান শহর পরিক্রমা করে।

পথ চলতি মানুষও সম্প্রীতি মিছিলকে স্বাগত জানান। রামনবমী, হনুমান জয়ন্তীকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের অপদার্থতায় হিংসা ও বিভাজনের পরিবেশ তৈরি করেছে এই মিছিল সাম্প্রদায়িকশক্তির বিরুদ্ধে মানুষের মনে সাহস যুগিয়েছে।

KATWAR KALAM NEWS WEEKLY

<https://katwar-kalam.blogspot.com>

কাটোয়া প্রিন্টিং প্রেস

কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড

সুবোধ স্মৃতি রোড, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান

ফোন : ৭৩৮৪৭১২৭৬৬ ৯৪৭৪১৮১২২০

AFFIDAVIT

I, Madhumala Ghosh, W/O Late Brajagopal Ghosh, @ Brajasyam Ghosh, aged about 44 years, by faith Hindu, by occupation household work, resident of vill. Goalpara, P.O.-Baharan, P.S.- Ketugram, Dist.- Purba Bardhaman, State - West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare before the court of SDEM, Katwa on 29.03.2023 as follows -

1. That I am a Citizen of India by birth.
2. That my husband Brajasyam Ghosh son of Late Madon Ghosh died on 05.01.2023.
3. That I am known as Madhumala Ghosh which is mentioned in my Aadhar Card No. 3462 3783 8312.
4. That it also appears from the Death Certificate Vide. Regd. No. D/2023/039628 of my husband Brajasyam Ghosh as spouse, my name has been recorded as Madhubala Ghosh.
5. That Madhumala Ghosh and Madhubala Ghosh W/O Late Brajasyam Ghosh is the same, single and identical person.

That, the statements made are true to the best of my knowledge & belief.

Sd/-

Madhumala Ghosh

Goalpara, Baharan, Ketugram, Purba Bardhaman

কাটোয়ার কলম ট্রাস্ট-এর পক্ষে অভেদানন্দ ঠাকুর কর্তৃক, সুবোধ স্মৃতি রোড, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩১৩০ থেকে প্রকাশিত এবং কাটোয়া প্রিন্টিং প্রেস কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ,

সুবোধ স্মৃতি রোড (কাশীশ্বরী স্কুলের বিপরীতে), কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩১৩০ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ৭৩৮৪৭১২৭৬৬, ই-মেল : katwarkalam@gmail.com

সম্পাদক : দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়